দৈনিক সংবাদ

0 5 APR 1988

008

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার, ২২শে চৈত্র, ১৩৯৪

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রমজান ও গ্রীষ্মের ছুটি

সারা বছর যেখানে নির্ধারিত-অনির্ধারিত ছুটি লেগেই আছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এবার রমজান ও গরমের ছুটি (গ্রীষ্মাবকাশ) সমাগত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছুটির তালিকা অনুযায়ী আসন্ন রমজান ও ঈদ উপলক্ষে দেড় থেকে দু'মাস পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোতে ক্লাস বন্ধ থাকবে। ইতিমধ্যে এ ছুটি কমানোর জন্য সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপিত হয়েছে। দীর্ঘ-প্রলম্বিত শিক্ষা জীবনের অভিশাপ থেকে যারা মুক্তি চান নিরুপায় হয়েই তারা এ দাবী জানিয়েছেন।

ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় আগ্রহী নয়, কারণে-অকারণে বন্ধ পেলে তারা খুশী হয়, এমনভাবে যারা তাঁদেরকে ভুল করে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে চিহ্নিত করেন আশা করা যায় এতে তাদের ভুল ভাঙ্গবে। আসলেই "সবকিছু এখনো উচ্ছন্নে যায়নি" বরং বেশীরভাগই সঠিক পথে চলতে চান। সময়মত লেখাপড়া শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চান। বৈরী পরিবেশের চাপেই সে সুযোগটা তারা পাচ্ছেন না।

প্রশ্ন হচ্ছে রমজান ও গরমের ছুটি কমানোর দাবীটা যুক্তিসঙ্গত কিনা এবং সিয়ামের এই মাসে ক্লাস নেয়া এবং ক্লাস করা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সম্ভব কিনা।

একথা সকলের জানা সেশন জটের জন্য সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনই অবাঞ্ছিতভাবে অতিমাত্রায় দীর্ঘায়িত হয়ে পড়েছে। তিন-চার বছরের কোর্স কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭-৮ বছরেও সমাপ্ত করা যাচ্ছে না। ফলে অধিকাংশের চোখের সামনেই নেমে এসেছে অন্ধকার। অনেকেরই চাকরির বয়ঃসীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। অভিভাবকদের অবস্থা আরো করুণ। অনেকের পক্ষে তাদের সন্তান-সন্ততির বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার খরচ যোগানো অসম্ভব হয়ে পড়ছে যেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও 'ড্রপ-আউটের' সংখ্যা বাড়ছে। প্রলম্বিত শিক্ষা জীবন এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ক্যাম্পাসের বর্তমান উত্তপ্ত অবস্থা ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিপথগামী হবারও একটি বড় কারণ।

অতিরিক্ত বন্ধই যে সেশন জট সৃষ্টি এবং শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত হবার মূল কারণ তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে এর মধ্যে সিংহভাগই হচ্ছে অনির্ধারিত বন্ধ যা চাপানো হয় ওপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসনকে লংঘন করে।

এই অবস্থায় সেশন জট পর্যায়ক্রমে কমিয়ে এনে শিক্ষাবর্ষকে নিয়মিত বা স্বাভাবিক করতে হলে অনির্ধারিত ছুটি পুরোপুরিভাবে বন্ধ করতে হবে, নির্ধারিত ছুটি যতটা সম্ভব কমাতে হবে, শিক্ষকদের সাপ্তাহিক ক্লাস আগের তুলনায় বেশী নিতে হবে, নির্ধারিত তারিখে শুধু পরীক্ষাগ্রহণ নয়, সময়মত ফল প্রকাশও নিশ্চিত করতে হবে।

রমজান ও গ্রীষ্মের ছুটি বাতিল করে ঈদ উপলক্ষে সপ্তাহ দুয়েকের ছুটি দেয়া হলে পিছিয়ে পড়া লেখাপড়া বেশকিছুটা পূরণ করা সম্ভব হবে। ছুটি কমানোর জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী এই প্রেক্ষাপটেই এসেছে। শিক্ষাবর্ষকে পর্যায়ক্রমে নিয়মিত করার জন্য ভবিষ্যতেও বার্ষিক ছুটির তালিকা কাটছাট করতে হবে।

রমজানে ছুটি কমানো হলে রোজাদার ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুটা কষ্ট হবে বৈকি। তবে রোজা রেখে ত কর্মচারীরা অফিস আদালত করছেন, শ্রমিকরা কল-কারখানায় কাজ করছেন। গ্রামের মানুষ সারাদিন পরিশ্রম করছেন। সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হচ্ছে, রমজানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসগুলো খোলা থাকছে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় পর্যন্ত অংশ নিচ্ছে। সেখানে ক্লাস নিতে বা করতে আপত্তি করার যুক্তি নেই। ক্লাস করার চেয়ে পরীক্ষা দেয়াটা কঠিন। রমজানে সেই কঠিন কাজটিই যদি ছাত্র-ছাত্রীরা করতে পারেন তাহলে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজটি কেন করতে পারবেন না? বিশেষত ছাত্র-ছাত্রীরাই যেখানে ছুটি বাতিলের দাবী জানাচ্ছেন, কর্তৃপক্ষের তা মেনে নিতে আপত্তির কারণ থাকতে পারে না।

তবে রমজানে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখা হলে ক্লাসের সময়সূচী পাল্টানো দরকার হতে পারে। সেটি করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

সার্বিক অবস্থার আলোকে কর্তৃপক্ষের উচিত এবার রমজান ও গ্রীষ্মের ছুটি বাতিল ও ঈদ উপলক্ষে সপ্তাহ দুয়েকের ছুটি ঘোষণা করা। রমজান শুরু হতে বেশী বাকী নেই। সিদ্ধান্তটা এখনই নেয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জানিয়ে দেয়া উচিত।